প্রবাস পার্বণী ২

ড. মোহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক

প্রতিদিন প্রবাসী পার্বণীর দ্বিতীয় দিনের শেষ বিকেলের অনুষ্ঠান ছিল উপমহাদেশের প্রথিতযশা রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী রিজওয়ানা চৌধুরী বন্যার একক অনুষ্ঠান। উদ্যোক্তাদের ঘোষণা অনুযায়ী অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার কথা ছিল বিকেল সাড়ে পাঁচটায়। সময়মতো হলে পৌঁছে দেখা গেল বাদ্যযন্ত্র এবং সাউন্ড সিস্টেমের সংগতি সাধনের মহড়া চলছে। এই মহড়া চললো প্রায় ছ'টা পর্যন্ত। ছ'টা সাত মিনিটের সময় শিল্পী মঞ্চে এলেন। উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানানোর পর্ব শেষ করে তিনি তার গান শুরু করলেন। প্রথমেই তিনি গাইলেন 'ও অগতির গতি ....'। এর পর একে একে গাইলেন 'কি সুর বাজে....'; 'তোমায় গান শোনাবো....'; এবং 'তুমি কোন কাননের ফুল....'। এ সময় মঞ্চে এসে ঢুকলেন বাংলাদেশের প্রখ্যাত বংশীবাদক জনাব মনিরুজ্জামান। সিডনী বিমান বন্দরে তার মালপত্র ছাড় করা জনিত ঝামেলার কারণে তার এই বিলম্ব। এবার তার বাঁশিকে সাউন্ড সিস্টেমের সাথে সম্পৃক্ত করতে গেলো আরো প্রায় সাত আট মিনিট। এই অনাকাঙ্খিত বিরতির পর দ্বিতীয় বার গান শুরু হলো 'দূরে কোথাও দূরে দূরে ....' র মাধ্যমে। এই গানটি গাওয়ার সময় শিল্পী অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করলেন সমকালীন বাংলা সাহিত্যের অকাল প্রয়াত প্রবাদ- পুরুষ সাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদকে। এই গানটি তাঁর কালজয়ী উপন্যাস 'নন্দিত নরকে' অবলম্বনে তৈরী একই নামের বাংলা ছায়াছবিতে ব্যবহার করা হয়েছিল। তাঁর এই স্মৃতি চারণ কিছু সময়ের জন্য হলেও বাংলাদেশী দর্শক-শ্রোতাদেরকে ব্যথাতুর করে তোলে। এরপর শিল্পী রিজওয়ানা চৌধুরী বন্যা একে একে গাইলেন 'আমার রাত পোহালো ....'; ও 'ভেংগে মোর ঘরের চাবি ....'। এরপরের গানটি ছিল 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চল রে ....'। এই গানটি গাওয়ার সময় তিনি জানালেন ভারতীয় অভিনেতা অমিতাভ বচ্চনের মাধ্যমে এই গানটি সর্বভারতীয় পরিচিত পেয়েছে। শিল্পীর পরের তিনটি গান ছিল 'হৃদয় আমার প্রকাশ হোল ....'; 'খাঁচার পাখী ছিল সোনার খাঁচাটিতে ....' এবং জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ রচিত এবং অভিনীত 'বিসর্জন' নাটকে ব্যবহৃত গান 'বুঝি ঐ সুদূরে ....'। এই গানটি তখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রিয় শিল্পী শাহানা দেবীর কণ্ঠে গীত হয় এবং একরকম হারিয়েই যায়। অতি সম্প্রতি গানটি আবার 'আবিস্কৃত' হয়। অনুষ্ঠান চলা কালে শিল্পীর প্রতি বারবার অনুরোধ আসছিল 'ভালবাসি, ভালবাসি....' গানটি গাওয়ার জন্য। আর শ্রোতাদের অনুরোধের প্রতি সম্মান জানিয়ে এই গানটি গেয়েই শিল্পী রিজওয়ানা চৌধুরী বন্যা যখন তাঁর পরিবেশনার সমাপ্তি ঘোষণা করেন সময় তখন সাতটা চল্লিশ, পূর্ব ঘোষিত সমাপ্তি সময় ছিল সাতটা।

এরপরের অনুষ্ঠান ছিল শিল্পী ঊষা উত্থুপের - আটটায় শুরু হওয়ার কথা। কাজেই দর্শক-শ্রোতারা রাতের খাবারের জন্য ছুটলেন। ক্ল্যান্সি অডিটোরিয়ামের পেছনের একটি কামরা থেকে খাবার নিতে হবে। সেখানে বিরাট লাইন; কিন্তু হঠাৎ শোনা গেল খাবার পেতে হলে আগে খাবারের জন্য কুপন আনতে হবে ক্ল্যান্সি অডিটোরিয়ামের সামনের ফয়ার থেকে। এ ব্যাপারে কোথাও কোন পূর্ব-ঘোষণা

ছিলনা। কিন্তু কর্তার ইচ্ছায় কর্ম - বাধ্য হয়ে আবার দৌড়াতে হলো কুপন নেয়ার জন্য। সেখানে আবার আর এক বিরাট লাইন । দেখা গেল যারা কুপন দিচ্ছেন তাদের গতি প্রচন্ড ধীর। কখন খাবার পাওয়া যাবে বা সে রাতে আদৌ খাবার পাওয়া যাবে কিনা এ নিয়ে অনেকেই বেশ ভাবিত হয়ে পড়লেন।

শিল্পী ঊষা উত্থুপের আটটার অনুষ্ঠান শুরু হলো ন'টা বেজে পাঁচ মিনিটের সময়। ড্রামের প্রচন্ড শব্দ-সমৃদ্ধ সে অনুষ্ঠান অবশ্যই আমার মত শ্রোতার জন্য নয়; দু'টো ইংরেজী গান, একটি বাংলা গান এবং একটি হিন্দি গান শুনে আমি ন'টা পয়ত্রিশ মিনিটের সময় বাসার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম।

তৃতীয় দিনের অনুষ্ঠান মালায় ছিল দুপুর বারটায় রূপম ইসলামের ফসিল ব্যান্ডের গান; বিকেল দু'টায় বাংলা ছায়াছবি 'অবশেষে'; সাড়ে চারটায় শ্রীকান্ত আচার্যের গান এবং সবশেষে রাত আটটায় রুনা লায়লার গান। বাংলা ছায়াছবি আওসলে শুরু হয়েছিল তিনটে বেজে পাঁচ মিনিটে। সিনেমার মাঝখানে হঠাৎ করেই উদ্যোক্তারা অস্ট্রেলিয়ার মালটিকালচার মিনিস্টার কেট লান্ডিকে নিয়ে এলেন বক্তব্য রাখতে। তিনি চলে যাওয়ার পর আবার সিনেমা শুরু হয়ে প্রায় সোওয়া পাঁচটা পর্যন্ত চলল।

অব্যবস্থাপনা কত চরম হতে পারে তার একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ এই অনুষ্ঠান। আমি পাঁচটা চল্লিশ মিনিটের সময় টিকিট আনতে গিয়ে টিকিট হাতে পেলাম সওয়া ছ'টায় যদিও আমার আগে লাইনে মাত্র তিন জন মহিলা ছিলেনঃ বিক্রেতারা টিকেট খুঁজেই পাচ্ছিলেন না। অনেকের টিকেটে এমন সিট নাম্বার ছিল যে নাম্বারের সিট ক্ল্যান্সি অডিটোরিয়ামে কোনদিন ও ছিল না। এসব টিকেটের ক্রেতাদের অবশ্য পরে আপগ্রেড করা হয়। প্রথম রাতের অনুষ্ঠানে অনেকে খাবার পান নি। দ্বিতীয় রাতে কুপন কেনার সময় বেশ ক'টি ডিনার মেনু দেখানো হলেও তার সবগুলো পাওয়া যাচ্ছিল না। তিনদিনের একটি অনুষ্ঠান ও ঠিক সময় মত অনুষ্ঠিত হতে পারেনি।

এটা কি 'দুই বাংলার মিলন মেলা' ছিল? আমার মতে এর উত্তর সোজা সাপটা 'না'। এটা ছিল কলকাতা ভিত্তিক দৈনিক পত্রিকা প্রতিদিন এর একটি বাণিজ্যিক প্রয়াস। বাংলাদেশের দর্শক-শ্রোতা টানতে হলে দু'এক জন বাংলাদেশী শিল্পী অবশ্যই দরকার, আর তাই রিজওয়ানা বন্যা এবং রুনা লায়লার অন্তর্ভুক্তি। অনুষ্ঠানটির স্পনসর সংস্থা সমূহ বা এই 'পার্বণী'তে অংশগ্রহনকারী বিভিন্ন স্টলের মধ্যে কোন বাংলাদেশী সংস্থা বা স্টল ছিল বলে আমার মনে পড়ে না। এ অনুষ্ঠান উপলক্ষে 'প্রতিদিন' ষোল পাতার একটি ক্রোড়পত্র ও প্রকাশ করে। সে ক্রোড়পত্রের পুরোটাই ছিল পশ্চিমবঙ্গ ও সেখানকার বাঙ্গালীদের নিয়ে। তবে আজকের প্রতিযোগীতামুলক দুনিয়ায় সব শ্লোগান সত্যি হতে হবে, এমন কোন বাধ্যবাধকতা আছে কি?